



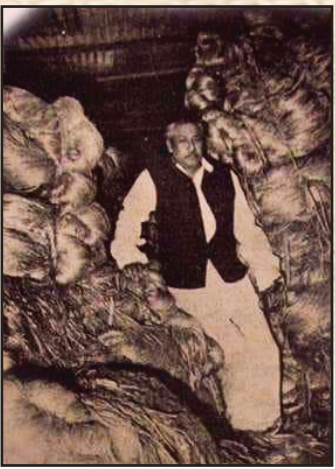
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

বঙ্গবন্ধুর সোনার দেশ, স্মার্ট পাটশিল্পের বাংলাদেশ

জাতীয় পাট দিবস ২০২৪

০৬ মার্চ ২০২৪



প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
৩রা ডিসেম্বর নারায়ণগঞ্জের গোদনাইল
জুট কর্পোরেশনের পাট গুদাম
আকস্মিকভাবে পরিদর্শন করেন।
- ফটো: পি.আই.ডি

বিশেষ ক্রোড়পত্র

সহযোগিতায় : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়



میںرؤفدالمشکونالکوخیر



রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

বাণী

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'জাতীয় পাট দিবস ২০২৪' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। আমি আশা করি, এ উদ্যোগ পাটখাতের উন্নয়নের ত্বরান্বিত করতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

সোনালি আঁশ খ্যাত পাট বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। দেশীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সাথে মানানসই পাট ও পাটজাত রপ্য দেশে-বিদেশে পরিবেশবান্ধব পণ্য হিসেবে সমাদৃত। পলিথিন ও প্লাস্টিকের বিকল্প প্রাকৃতিক তন্ত্র পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবহার পরিবেশ সুরক্ষার পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

পাটজাত পণ্যের বহুমুখীকরণ ও উৎপাদন ব্যবস্থার আধুনিকায়নের মাধ্যমে পাটের অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনতে সরকারের নানাবিধ উদ্যোগের ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে এ খাতের অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে পাটকে কৃষিপণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া দেশের অভ্যন্তরে পাটজাত পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির পাশাপাশি পাট চাষসহ এ খাতের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন ও সুরক্ষার লক্ষ্যে 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০' এবং 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩', 'পাট আইন, ২০১৭', 'চারকোল নীতিমালা, ২০২২' প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই পাটশিল্প ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে। এ প্রেক্ষিতে এবারের জাতীয় পাট দিবসের প্রতিপাদ্য 'বঙ্গবন্ধুর সোনার দেশ, স্মার্ট পাটশিল্পের বাংলাদেশ' যথাযথ ও সমরোপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

পাটশিল্পের পরিপূর্ণ বিকাশ নিশ্চিত করে পরিবেশবান্ধব পাটজাত পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশে-বিদেশে এসব পণ্যের বাজারজাতকরণে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

সর্গের ও সবুজ বাংলাদেশ গড়ার পথপরিক্রমায় পরিবেশবান্ধব পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহারে জনগণকে উৎসাহিত করতে এবং পাটশিল্পের উন্নয়নে সকল সরকারি-বেসরকারি অংশীদার সমন্বিতভাবে আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে-এ প্রত্যাশা করি।

আমি 'জাতীয় পাট দিবস ২০২৪' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।
জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন



মন্ত্রী
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ৬ মার্চ 'বঙ্গবন্ধুর সোনার দেশ-স্মার্ট পাটশিল্পের বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্য নিয়ে 'জাতীয় পাট দিবস ২০২৪' উদযাপনের অংশ হিসেবে ক্রোড়পত্র ও সূচনীর প্রকাশের উদ্যোগে আমি আনন্দিত।

পাট দিবসের এবারের আয়োজন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে সমগ্র বিশ্বে মর্যাদার সাথে তুলে ধরবে বলে আমার বিশ্বাস।

সোনালি আঁশ পাটের ইতিহাস, বাঙালির ইতিহাস-একধা বললে অত্যুজ্জ্বল হবে না। পাট বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অঙ্গনে আপন উজ্জ্বলতায় ভাসবে। স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পাটখাতকে সুদৃঢ় ও গতিশীল করার উদ্যোগ নেন। এরই ধারাবাহিকতায় সফল রটনায়ক মানবতার জ্ঞানী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন সরকার কর্তৃক পাটখাতে নানামুখী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে এখাত অবদান রাখছে।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে, "পরিবেশবান্ধব বিবেচনায় বিশ্বব্যাপী পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা বাড়ছে। এই সুযোগ নেওয়ায় জন্য পাটপণ্যে বেচিছা আনা হবে এবং পাটশিল্পকে লাভজনক করার উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। পাটশিল্পে বেসরকারি খাতের উদ্যোগ উৎসাহিত করা হবে" এ লক্ষ্যে পাট চাষে কৃষকদের অগ্রাহ সৃষ্টি, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাট ও পাটপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি ও বিশ্বব্যাপী সোনালি আঁশের উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সরকার সোনালি আঁশ পাটকে কৃষিপণ্য হিসেবে ঘোষণা করেছে। বর্তমান সরকার পাটশিল্পের গৌরব বৃদ্ধিকল্পে 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০' প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে, ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে প্রতিবছর পাটের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাটখাতকে সুসংহত করার লক্ষ্যে 'পাট আইন, ২০১৭', 'জাতীয় পাটনীতি, ২০১৩' ও 'চারকোল নীতিমালা, ২০২২' প্রণয়ন করা হয়েছে। পাট চাষ নিশ্চিতকরণে বীজ সরবরাহ সঠিক রকমের পাশাপাশি কৃষককে অন্যান্য উপকরণ সহায়তা করে সাংস্কৃতিক বহরঙগোতে পাটের উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে পাটচলসমূহ নিরবচ্ছিন্নভাবে পাট সংগ্রহ করতে পারছে যা রপ্তানি আয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে-কৃষকও পাটের সঠিক মূল্য পাচ্ছে।

বর্তমান সরকার বহুমুখী পাটজাত পণ্যের উদ্ভাবন, ব্যবহার সম্প্রসারণে গুরুত্বারোপ করেছে। ইতোমধ্যে এখাতের উদ্যোগজাল ২৮২ ধরনের দ্রুতগমন বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন করছেন-বার অধিবাহাই বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। বহুমুখী পাটজাত পণ্যকে জনপ্রিয় করতে প্রচার প্রচারণাসহ বিদেশে বিভিন্ন মেলায় আয়োজন করার কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমান ব্যবসাবান্ধব সরকার দেশের রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানিখাতে নগদ সহায়তা প্রদান করেছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রমসম্প্রসারণে পাট ও পাটজাত পণ্য দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

আমি 'জাতীয় পাট দিবস ২০২৪' পালনের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং দিবসটির সফলতা কামনা করি। এ উদযাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশে চিরজীবী হোক।

জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি



সচিব
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সোনালি আঁশ খ্যাত পাট বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কৃত্রিম তন্ত্র আবিষ্কার ও প্রসারের ফলে কিছু সময় পাটের ব্যবহার ও চাহিদা ক্রমশঃসমান পলেও বর্তমান বিশ্ব ব্যবসায় পরিবেশবান্ধব প্রাকৃতিক তন্ত্র হিসেবে পাটখাতের বিকাশে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। এই ইতিবাচক পরিস্থিতিতে 'বঙ্গবন্ধুর সোনার দেশ-স্মার্ট পাটশিল্পের বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে প্রতিবছরের ন্যায় ৬ মার্চ, ২০২৪ খ্রি. জাতীয় পাট দিবস উদযাপিত হতে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সান্নিধ্য নির্দেশনায় পাটখাতের আধুনিকায়নের ধারাকে তেগেবান করতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

পাটখাতকে দৃঢ় ও সুসংহতকরণের লক্ষ্যে পাটের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি, চাষ সম্প্রসারণ এবং পাট শিল্পের বিকাশে 'পাট আইন, ২০১৭' প্রণীত হয়েছে। এছাড়াও পাটখাতের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য 'জাতীয় পাটনীতি, ২০১৩' অনুমোদিত হয়েছে। কৃতিপথ পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহে কৃত্রিম মোড়কের ব্যবহারজনিত কারণে সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ রোধকল্প এবং পাটজাত পণ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০' এবং 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩' কার্যকর করা হয়েছে। সরকারের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের ফলে বহুমুখী পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। পাটখাতের অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বহুমুখী পাটপণ্যের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্বল্প ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক পাটচাষিদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও উত্কৃষ্ণকরণ, উন্নতমানের পাটবীজসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ, দ্রুতগমন ও শৈল্পিক গুণসম্পন্ন নতুন নতুন ডিজাইনের বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন এবং বিশ্বব্যাপি ব্যাপক প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাটখাতের সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের বহির্নৃত্ত বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা নিরসনভাবে কাজ করছে।

আমার বিশ্বাস, জাতীয় পাট দিবস উদযাপনের মাধ্যমে পাট খাত উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট অংশীদারের কাজের গতিশীলতা আরও বৃদ্ধি পাবে। পাটখাত দেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতিতে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। 'জাতীয় পাট দিবস-২০২৪' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

মোঃ আব্দুর রউফ

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ঐতিহ্যময় সোনালি আঁশ

মহাপরিচালক
পাট অধিদপ্তর

পাট বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। স্বাধীনতার পূর্ব হতেই পাট ছিল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান খাত। যা বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরও দীর্ঘদিন বজায় ছিল। পরবর্তী সময়ে আশির দশকে বিশ্বব্যাপী প্লাস্টিক ও পলিথিনের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে এ ধারায় কিছুটা ছেদ পরে। সম্প্রতি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ বিপর্যয় রোধে প্রাকৃতিক তন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে সাম্প্রতিককালে পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পরিবেশবান্ধব সোনালি ব্যাগ, পাট হতে স্বাস্থ্যসম্মত পানীয়, জুট-জিও-টেক্সটাইল (সয়েল সেভার) ও বহুমুখী পাটপণ্য উদ্ভাবনের ফলে দেশে-বিদেশে পাটের ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে।

জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অকৃত্রিম ভালোবাসা আর সমরোপযোগী ইতিবাচক পদক্ষেপের কারণে পাটখাত আজ দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় এক অন্যতম অনুষ্ণ। ২০১৬ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৬ মার্চকে জাতীয় পাট দিবস ঘোষণা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় 'বঙ্গবন্ধুর সোনার দেশ, স্মার্ট পাট শিল্পের বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্যে ৬ মার্চ ২০২৪ জাতীয় পাট দিবস উদযাপিত হচ্ছে। নতুন প্রজন্মকে পাটের সোনালি ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিতকরণ, পাট ও পাটবীজ উৎপাদন, বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন ও ব্যবহারে উত্কৃষ্ণকরণ এবং পাটপণ্য ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে পাটের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণে এ দিবসের তাৎপর্য অপরিসীম।

শিল্পখাতে পাটশিল্প এখনো বাংলাদেশের একক বৃহত্তম শিল্প। বাংলাদেশে বিশ্ব বাজারে চাহিদার শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ কাঁচাপাট এবং শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ পাটজাত পণ্য রপ্তানি করে (কাঁচাপাট, প্রচলিত পাটপণ্য হেসিয়ান, সেকিং, সিরিসি) ও বহুমুখী পাটজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যম দেশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়ে থাকে। বিগত ৫ বছরের কাঁচাপাট, পাটজাত পণ্যের উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি আয়ের তথ্য প্রদান করা হলো:

কাঁচাপাটের উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি আয়				পাটজাত পণ্যের উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি আয়			
অর্থবছর	মোট উৎপাদন (লক্ষ বেল)	মোট রপ্তানি (লক্ষ বেল)	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	অর্থবছর	মোট উৎপাদন (লক্ষ বেল)	মোট রপ্তানি (লক্ষ বেল)	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
২০১৮-১৯	৮০.৮৫	৮.২৫	১১২.৪৮	২০১৮-১৯	১০.২৭	৭.১৮	৭২৩.২৮
২০১৯-২০	৭৭.২৫	৮.৬৫	১২৯.৮৯	২০১৯-২০	১০.৭০	৭.১৪	৭৮২.১১
২০২০-২১	৮৩.৩২	৫.৮৮	১৩৮.১৫	২০২০-২১	৯.৫০	৭.৩৯	১০১৭.৩০
২০২১-২২	৮৪.৩২	৮.০১	২১৬.৮৮	২০২১-২২	৮.২৫	৫.৯৮	৯৪৮.২৬
২০২২-২৩	৯৮.৫৬	১২.৪৩	২০৪.১৭	২০২২-২৩	৮.২৭	৫.৮৬	৭০৮.০৮

উসে: অনবদ্যবি, ডিএই, ইপিবি, পরিসংখ্যান ব্যুরো, পাট অধিদপ্তর

দেশে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৮০-৯০ লক্ষ বেল উৎপাদিত হচ্ছে। গত পাট উৎপাদন মৌসুমে দেশে রেকর্ড পরিমাণ অর্থাৎ ৯৮.৫৬ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হয়েছে। কাঁচাপাটের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। পাটজাত পণ্যের উৎপাদন কিছুটা হ্রাস পেলেও মূল্যের দিক থেকে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২২-২৩ অর্থবছরে পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে ৯১২.২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্জিত হয়েছে। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কাঁচাপাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১০২০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত এখাতে ৫৮১.৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্জিত হয়েছে। ফলে এ অর্থ বছরে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে মর্মে আশা করা যায়।

পরিবেশ দূষণ রোধ ও পাটজাত পণ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০' ও এর অধীনে প্রণীত বিধিমালার আওতায় ধান, চাল, গম, ছড়া, সার, চিনি, মরিচ, হুন্ড, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, ডাল, ধনিয়া, আলু, আটা, ময়দা, তুস-তুস-কুঁড়া, পেপ্তি ও ফিসফিড মোড়কীকরণে পাটের ব্যাগ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আইনটি বাস্তবায়নের জন্য চাল উৎপাদনক্রমে ১৬টি জেলায় বিশেষ কর্মসূচি চলমান রয়েছে। এ কর্মসূচি গ্রহণের ফলে ৮০-৯০% চাল মোড়কীকরণে পাটজাত মোড়ক ব্যবহৃত হচ্ছে। এ আইন বাস্তবায়নের ফলে দেশের অভ্যন্তরে প্রতিবছর ১৫০ কোটি পাটের বস্ত্র চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে, যা বাজার মূল্য ৮-৯ হাজার কোটি টাকা। পরিবেশ রক্ষায় আইনটি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থার জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, সুশীল সমাজ ও জনপ্রতিনিধিগণ সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

এছাড়া সার্বিক পাটখাত উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক 'পাট আইন, ২০১৭', 'জাতীয় পাটনীতি, ২০১৮' এবং 'চারকোল নীতিমালা-২০২২' প্রণয়ন করা হয়েছে। 'স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে পাট অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রম অটোমেশনের (Automation) এর আওতায় আনা হয়েছে। উৎকৃষ্ট মাটি ও উপযুক্ত আবহাওয়ার কারণে বাংলাদেশে বিশ্বের সেরা মানের পাট উৎপাদন হয়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও ক্রমশঃসমান কৃষি জমির কারণে পাটের উৎপাদনে পরিমাণগত ও গুণগত ঐতিহ্যের ধারা বজায় রাখা এক কঠিন চ্যালেঞ্জ।

টেকসই পাটখাত তৈরির লক্ষ্যে পাটবীজ উৎপাদন পাট চাষিদের সম্বলবতা অর্জন এবং চাষিদের উৎপাদিত পাটের ন্যায্য মূল্য প্রদান নিশ্চিত করা জরুরি। মানসম্মত পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি, পাটের ঐতিহ্য ও গুণগতমানের অঙ্গীকারকে সমুন্নত রাখা এবং পাটবীজ উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে সরকার পাট অধিদপ্তরের আওতায় 'উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়ন করেছে। প্রকল্পটি দেশের ৪৫টি জেলার ২২৮টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্পকৃত ৬.২৫ লক্ষ পাট চাষিকে প্রতিবছর বিনামূল্যে বীজ, সার, বাল্যবিশাক্ষক বীজ বস্ত্রপাতি প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া পাট চাষের উন্নত কলাকৌশল সম্পর্কে পাট চাষিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারিত হচ্ছে। বাণিজ্যিকভাবে পাটখড়ি ব্যবহার করে চারকোলে উৎপাদন করা হচ্ছে। পাট আঁশের পাশাপাশি চাষিরা সম্প্রতি পাটখড়ি বিক্রি করেও লাভবান হচ্ছেন। ইতোমধ্যে পাটের 'জিনোম সিকোয়েন্স' আবিষ্কারের ফলে পাট তার সোনালি ঐতিহ্যে ফিরে এসেছে। পাট থেকে পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পাট পলিমার বা সোনালি ব্যাগ, ভিসকস এসব পাটখাতকে নিতে পারে উন্নতির উচ্চ শিখরে, গড়তে পারে জাতির পিতার লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা। এ লক্ষ্যে পাটখাতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে নীতি সহায়তা প্রদান, দক্ষতাের অভ্যন্তরীণ বাজার ব্যবস্থাপনা ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণে সরকার কাজ করছে।

প্রাথমিকম্যে যে, পাটখাত শতভাগ মূল্যসহযোগানের একটি খাত। পাট উৎপাদন শুরু থেকে চূড়ান্ত পাটপণ্য উৎপাদনের প্রতিটি স্তরে দেশেই সম্পন্ন হওয়ায় পাটখাতে মূল্য সহযোগানের আনুপাতিক পরিমাণ অন্য যে কোনো খাতের তুলনায় অনেক বেশি। অভ্যন্তরীণভাবে অর্থনৈতিক শঙ্কির অন্যতম খাত, পাটখাত যার প্রতিটি স্তরে অধিক মূল্য সহযোগানের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ অনুযায়ী স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। কোভিড-১৯ এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনীতিতে অধিক মূল্য সহযোগানের অন্যতম খাত পাটখাতে সরকার ব্যাপক গুরুত্বারোপ করেছে। পদ্মা সেতু উদ্বোধনের ফলে পাট উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ এলাকা বিশেষ করে ফরিদপুর, মাদারিপুর ও গোপালগঞ্জসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোর সাথে ঢাকা ও অন্যান্য বাণিজ্যিক কেন্দ্রের যোগাযোগ অনেক সহজ হয়েছে। ফলে পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

পরিশেষে, পাটের গুরুত্ব বিবেচনায় সরকার ইতোমধ্যে সোনালি আঁশ পাটকে 'কৃষিপণ্য' হিসেবে ঘোষণা করেছে। ফলশ্রুতিতে পাট ও পাটজাত পণ্যের অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ সুযোগ কাজে লাগাতে তথা পাট খাতের সার্বিক উন্নয়নে গৃহীত সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা সুষ্ঠু ও যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি, অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্যবিমোচন করে সুখী-সমৃদ্ধ 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণে অনবদ্য ভূমিকা পালন করবে।

সোনালি আঁশের সোনালি বহুমুখী পণ্য

গোপাল চন্দ্র দাশ

নির্বাহী পরিচালক (যুগ্মসচিব)

জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার

বঙ্গবন্ধু, পাট ও বাংলাদেশ একই বৃত্তে তিস্তি ফুল। সদ্য স্বাধীন দেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সুপরিচালিত উপায়ে পাটখাতের গতিশীলতা সৃষ্টির জন্য একাধিক প্রতিদান প্রদান করে। এক সময় পাট ছিল বাংলার প্রধান অর্থকরী ফসল। কৃত্রিম আঁশ তৈরি না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ববাজারে পাটের চাহিদা ছিল আকাশচুম্বী বাংলাদেশে গৃহীত সর্বোচ্চে উৎকৃষ্ট মানের পাট উৎপন্ন হতো। সেসময় পাট বস্ত্রকে বলা হতো পাটবস্ত্র। পাটের গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৯৬৬ সালে ঐতিহাসিক ৬ দফা ঘোষণায় (৬খ) ক্রমিক বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় পাটের প্রসঙ্গটি অর্থ-রাজনৈতিক ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করেন। পাট নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের অনিয়ম এবং পাটের গুরুত্ব তুলে ধরতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে বেতার ও টিভিতে প্রদত্ত ভাষণে বলেন, "এ যাবৎ বাংলার আঁশ পাটের প্রতি ক্ষমহীন অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়েছে। বৈষ্যমূলক বিনিয়োগ হার এবং পরগণা ফড়িয়া ব্যাপারীরা পাট চাষিদের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত করেছে।"

১৯৩৬ সালে ব্রিটিশ ভারতে গঠন করা হয় "ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটি"। এর আওতায় ঢাকায় "জুট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি" চালু করা হয়। পাটের ব্যবহার সম্প্রসারণে পাটপণ্যের বহুমুখীকরণে নতুন উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বাজারজাতকরণ কৌশল উন্নয়নের মাধ্যমে পাটপণ্যের ব্যবহার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০০২ সালে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। জেডিপিসি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পাটপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির পাশাপাশি বহুমুখী পাটজাত পণ্যের উদ্ভাবন ও ব্যবহার সম্প্রসারণে এবং বহুমুখী পাটজাত পণ্যকে জনপ্রিয় করার কাজ চলমান রেখেছে। বর্তমানে কাঁচাপাট রপ্তানিতে প্রতিটনে সম্ভাব্য আয় হয় ৭০০-৮০০ ডলার, টেক্সটাইল পাটের সূতা রপ্তানি করে প্রতি টনে সম্ভাব্য ১০০০-১২৫০ ডলার, পাটপণ্য রপ্তানি করে প্রতি টনে সম্ভাব্য ২০০০-৩০০০ ডলার আর ভেলুএডেভ বহুমুখী পাটপণ্য রপ্তানি করে প্রতি টনে সম্ভাব্য



میںرؤفدالمشکونالکوخیر



প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'জাতীয় পাট দিবস-২০২৪' উপলক্ষে আমি পাটচাষিসহ এ খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাই। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'বঙ্গবন্ধুর সোনার দেশ, স্মার্ট পাটশিল্পের বাংলাদেশ' প্রাসঙ্গিক ও সমরোপযোগী বলে আমি মনে করি।

পাটের সঙ্গে রয়েছে এদেশের মানুষ আর আমাদের মহান স্বাধীনতার এক নিবিড় যোগসূত্র। দেশ বিভাগের পর থেকেই তৎকালীন পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী দেশের পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি হতে অর্জিত মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার ন্যায্য হিসাব হিসাব থেকে বঞ্চিত করে। এ অন্যায়, অবিচার ও স্বল্পতার বিরুদ্ধে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৬ দফা কর্মসূচির ৫ম দফায় বৈদেশিক মুদ্রার ওপর প্রদেশ যা অঙ্গরাজ্যভঙ্গের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দাবি করেন। পাটকে জাতীয় সম্পদ হিসেবে বিকাশের পরিকল্পনা করেন তিনি। জাতির পিতা স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইজ (ন্যাশনালইন্ডেস্ট্রি) অর্ডার এর আওতায় সব পাটকল জাতীয়করণ করেন। একই বছর তিনি বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন (বিজেএমসি) এবং ১৯৭৪ সালে পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেরআই) প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পাটশিল্পের উন্নয়নে পঞ্চবর্ষিক (১৯৭৩-৭৮) পরিকল্পনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পাট খাত নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের গঠনমূলক উদ্যোগের ফলে পাট মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ১৯৭৫ সালে জাতির পিতাকে স্বপরিবারে হত্যার পর পাট খাতে নেমে আসে ভয়াবহ বিপর্যয়। লোকসানের কারণ দেখিয়ে নামমাত্র মূল্যে বাজিমালিকানায় ছেড়ে দেয়ার নামে পাটশিল্পকে ধ্বংসে ফেলে দেওয়া হয়।

জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আওয়ামী লীগ সরকারের ধারাবাহিক পৃষ্ঠপোষকতা পাটের হারানো ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার এবং অধিক সমৃদ্ধশালী করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বব্যাপী পরিবেশের ওপর প্লাস্টিক ও পলিথিনের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি হওয়ায় বিকল্প প্রাকৃতিক তন্ত্র হিসেবে পরিবেশবান্ধব সোনালি আঁশ পাটের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে পরিবেশবান্ধব সোনালি আঁশ- পাটের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। পাট চাষে কৃষকদের অগ্রাহ সৃষ্টি, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাট ও পাটপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং বিশ্বব্যাপী সোনালি আঁশের উজ্জ্বল সম্ভাবনা তুলে ধরতে সোনালি আঁশ পাটকে কৃষিপণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আমাদের সরকার কর্তৃক প্রণীত 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০', 'পাট আইন, ২০১৭' ও 'জাতীয় পাটনীতি, ২০১৮', 'চারকোল নীতিমালা, ২০২২' পাটখাতের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ নীতি সহায়তা হিসেবে কাজ করেছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের সমরোপযোগী ও ইতিবাচক পদক্ষেপের কারণে পাট খাত